সেনরাজগণ।

(বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজবংশের ইতিহাস)

ক্ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্কচাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥

কালিদাস।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত।

সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
২১০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও
বৃন্দাবন মল্লিকের প্রথম লেন ১২নং ভবন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৩

মূল্য ১ টাকা।

সেন রাজগণ।

(বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজবংশের ইতিহাস।)

সেন রাজগণ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন, তাহা স্থিররূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। বরেন্দ্র প্রদেশে প্রাপ্ত প্রস্তর লিপির মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই রাজবংশটী পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে বাস করিতেন। তথা হইতে আসিয়া বিজয়সেন সর্ব্বপ্রথম গৌড় জয় করেন।

উক্ত প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—মহাদেবের সুবর্ণসদৃশ জটামণ্ডল যাঁহার সিংহাসন, গঙ্গাজলকণা দ্বারা যাঁহার চামর ব্যজন কার্য্য সম্পাদিত হয়, শিবশিরোভূষণ ফণীরাজের ফণা যাঁহার শ্বেতছত্র, যিনি সুধাকর, যাঁহার সন্দর্শনে সমুদ্র ও চকোর আনন্দে উল্লসিত হয়, যিনি কামদেবের যশের পুনঃ-প্রকাশকারী, সেই চন্দ্রই সেন রাজবংশের আদি পিতা।

সুন্দরবন ও তপনদীঘির তাম্রফলকে এই চন্দ্রের গুণানুবাদ এবং "ওষধিনাথ" চন্দ্র হইতেই সেন বংশের উৎপত্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে বর্ণিত হইয়াছে, "পৃথিবীকে স্ফটিক পর্ব্বতে ব্যাপ্ত করিয়া, সমুদ্রকে মুক্তাবলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া, নভস্থলকে স্বর্গীয় নদীর জলে প্লাবিত করিয়া, দিক্‌কামিনী-

দিগকে চিরপরিচিতার ন্যায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত করিয়া কামদেবের যশের পুনঃ প্রকাশকারী চন্দ্র প্রকাশিত হউন।"

এই চন্দ্র হইতে যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পৃথিবীর ভারগ্রহণ করিয়া বাসুকীকে বিশ্রামসুখ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। তাঁহারা অদ্বিতীয়পরাক্রমশালী ছিলেন। এই বংশ হইতেই সেনবংশের উৎপত্তি।

প্রায় তিন শত বৎসর গত হইল তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশজ লিখিয়া গিয়াছেন। * পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারগ্রন্থে সেনরাজগণকে "সোম বংশোদ্ভব" লেখা হইয়াছে। †

রাজসাহির প্রস্তরফলকে লিখিত হইয়াছে, সেই চন্দ্রবংশে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বীরসেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রযুক্ত মধুস্রাবী ইতিহাস, জগজ্জনের শ্রবণ রঞ্জন মানসে, পরাশরপুত্র ব্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ‡

এই বীরসেন যে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। বলিলে তাঁহাকে ব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তীও

---

* Taranath's Vassilief's work on Buddhism Translated by Miss Lyall

† Indo-Aryans, Vol II P 266

‡ বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥

প্রস্তর লিপির চতুর্থ শ্লোক।

বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" বীর-সেনের সহিত গৌড়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।*

সেই সেনবংশে (যে বংশে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে) শত শত বীরহন্তা ব্রহ্মপরায়ণ রাজা, সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' দিগের কুলের "শিরোদাম" স্বরূপ ছিলেন। ইনি কর্ণাট শ্রীলুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদিগকে দমন করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দটী লইয়া একটী কোলাহল উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ "মহৎ বা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়" † অনুমোদন করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে "ব্রহ্মক্ষত্রং" পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। টীকাকার ইহার অর্থ "ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ" লিখিয়াছেন।

১২৩৪ সম্বতের (১১৭৭ খ্রীঃ অঃ) পৌষ শুক্ল চতুর্থী দিবসে কনোজরাজ জয়চন্দ্র, রাও রাষ্ট্রবর নামক জনৈক ক্ষত্রিয়কে কয়েক খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনপত্রে রাও রাষ্ট্রবরকে "ব্রহ্মক্ষত্রিয়" বলা হইয়াছে। ‡

প্রস্তর ফলকে ও সামন্ত সেনকে "ব্রহ্মবাদী" বলা হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে সামন্তসেনকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করাই প্রস্তর ফলক লেখকের অভিপ্রায় ছিল। ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ

* "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন"কে আদিশূর নামে পরিচিত করা যাইতে পারেনা।

† Noblest Kshetriyas

‡ Asiatic Researches. Vol. XV page 450

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ক্ষত্রিয়। টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ও করা যাইতে পারে।*

এই সামন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম হেমন্ত-সেন। হেমন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সামন্তসেন দেব গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমন্তসেন দেব একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তাঁহার রাজ্ঞী পতির রত্নস্বরূপ একান্ত প্রিয়তমা, সতী, ব্রতপরায়ণা, যশস্বিনী, ত্রিভুবনমোহিনী ও সুকৃতিশালিনী ছিলেন। তাঁহার নাম যশোদেবী। রাজা হেমন্তসেনদেব শৈব ছিলেন।

মহাদেব ও দেবী হইতে উৎপন্ন কার্ত্তিকের ন্যায়, যশো-দেবীর গর্ভে হেমন্তসেনের এক পুত্র জন্মে। ইনিই বিজয় সেন। প্রস্তর ফলকে বিজয়সেনকে কপিসৈন্যনেতা রামচন্দ্র ও পাণ্ডব-সেনাপতি ধনঞ্জয় হইতে শ্রেষ্ঠ বীর বলা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, বিজয়সেনের, সংগ্রামক্ষেত্রে অদ্ভুত অসিচর্য্যা দর্শনে জনগণ আশ্চর্য্যান্বিত

---

* বিখ্যাত টীকাকার শ্রীধরস্বামি বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে, একবিংশ অধ্যায়ের টীকায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, যে ক্ষত্রিয় বংশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয় সেই বংশই ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়; যথা কুরুকুল। স্বামি যখন বৈদিক অর্থের বিরুদ্ধ টীকা করিতে বসিয়া-ছিলেন, তখন তাঁহার এরূপ টীকা করাই সঙ্গত ছিল, যে, ক্ষত্রিয় কুলদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইলে, নিয়োগ প্রথা দ্বারা ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়া রমণীগণের গর্ভে যে সকল সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশাবলীই ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

হইত; তাঁহার খড়্গ নীলকমলসদৃশ হইয়াও শত্রুগণের মর্ম্ম দলন করিত; নবজলধরের ন্যায় হইয়াও অরাতিদিগের অন্তঃকরণ যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিত; ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও ভয় বিস্তার করিত; কজ্জলবৎ হইয়াও শত্রুদিগের যন্ত্রণা উৎপাদন করিত। তিনি সেই উজ্জ্বল খড়্গ দ্বারা শত্রু নরপাল দিগকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া ভূমণ্ডলে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজ সূর্য্যসদৃশ ও ভুজদ্বয় প্রকাণ্ড সর্পের ন্যায় ছিল।

প্রস্তরফলকের বিংশতি শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে বিজয়সেন গৌড় ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন।*

প্রস্তর লিপির দ্বাবিংশতি শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, অনুগাঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য বিজয়সেন এক বহর রণতরী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা রণতরী গঙ্গার উৎপত্তিস্থানে ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধযাত্রার ফল কিরূপ হইয়াছিল, কোন্ কোন্ দেশের রাজা বিজয়ের বাহুবলে পরাজিত হইয়াছিলেন, কবিবর উমাপতি তাহার উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে বিজয়সেনের রণতরী গঙ্গাবক্ষ বিলোড়ন করিয়া হিমালয়ের পদমূল পর্য্যন্ত গিয়াছিল কি না ইহাই সন্দেহ স্থল। কবি উমাপতি একজন খ্যাতনামা অত্যুক্তিপ্রিয়। তাঁহার সকল কথা আমাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

---

* ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাহন্যথা মননরূঢ় নিগূঢ় রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

বিজয়সেন যে গৌড় জয় করিয়াছিলেন ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। মিত্র মহোদয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় ও তাঁহার পিতৃপিতামহকে গৌড়ের রাজা অবধারণ করিয়াছিলেন।* সুতরাং গৌড়ের রাজা কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়বাক্য তাঁহার নিকট নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিত্র মহাশয় আত্মভ্রম কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিজয় ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গের রাজা ছিলেন। বিজয়সেন পালরাজকে জয় করিয়া গৌড় অধিকার করেন।† কিন্তু বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বঙ্গের রাজা ছিলেন তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। মিত্র মহোদয় কেবল অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন প্রস্তরলিপি হইতে দেখাইয়াছি যে বীরসেন প্রভৃতি রাজগণকে "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র" ও বিজয়সেনের পিতামহ সামন্ত সেনকে কর্ণাটলুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদিগের দমনকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তখন অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বিজয় ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণাপথনিবাসী ছিলেন।

দক্ষিণাপথনিবাসী চোলরাজগণ এক সময়ে অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভুজবলে এক সময় সমস্ত ভারত আলোড়িত হইয়াছিল। চোলরাজকুলতিলক কুলতুঙ্গার শাসন

* Journal A S Bengal Vol. XXX IV part 1. page. 130.

† J. A. S B Vol XLVII. pt. 1. page 400

পত্রে লিখিত আছে, এই রাজা বাঙ্গালা ও তদ্দেশাধিপতি মহী-পালকে জয় করিয়াছিলেন।*

মেকেঞ্জিসংগ্রহের ভূমিকায় বিজ্ঞবর উইলসন চোলারাজের বাঙ্গালা বিজয় বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইরূপ কথিত আছে যে চোলারাজ অর্ণবপোতারোহণে যাত্রা করিয়া কলিঙ্গ, বঙ্গ ও গৌড জয় করিয়াছিলেন। † কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কয়েকখানা হস্তলিখিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, অদ্য ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া তাহার সত্যতা পোষণ করিতেছে।

চোলরাজগণ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপাটন করেন। চোলা রাজগণের বিজয় বৈজয়ন্তী যে অনুগাঙ্গ প্রদেশে উড্ডীন হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন লেখক বলেন যে বৈদ্যনাথের শিবমন্দির চোলা-রাজগণের নির্ম্মিত।" ‡ মিত্র মহোদয় দেওঘরের দেবমন্দির

---

* P A S B 1876 page 108

† Mackengie's Collection Vol 1 page LXXXV111.

কিন্তু উইলসন সাহেব ভ্রমক্রমে কুলতুঙ্গার পরিবর্ত্তে তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলাকে বাঙ্গালা আক্রমণকারী লিখিয়াছেন। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে জনৈক ভিন্নদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক জলপথে বাঙ্গালা আক্রমণের কথা কর্ণেল উইলফোর্ডও লিখিয়া গিয়াছেন। (A R. Vol IX. page 39.) দক্ষিণ দেশীয় কোন নরপতি দ্বারা যে একবার বাঙ্গালা বিজিত হইয়াছিল ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

‡ Eastern India. Vol. II. p 22

সমূহ হইতে যে সকল প্রস্তর লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার দুই খণ্ডে চোলারাজগণের উল্লেখ আছে। বৈদ্যনাথের মন্দির-গাত্রে খোদিত, ২নং উৎকীর্ণ লিপিতে "চোলরাজ" শব্দ দৃষ্ট হয়। যখন যে ব্যক্তি চোলরাজ নির্ম্মিত মন্দিরের সংস্কার করিয়াছেন তখনই তিনি স্বীয় কীর্ত্তি চিরঃস্মরণীয় করিবার জন্য মন্দির গাত্রে এক এক খণ্ড প্রস্তর লিপি সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চোলরাজ বলভদ্র মন্দর পর্ব্বত শিখরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বরাহমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপিতে চোলরাজ আদিত্য সেন * সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে যে আদিত্য সেন তিনটি অশ্বমেদ যজ্ঞ ও এক সহস্র তুলাব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। † ডাক্তার বকনন্ বলেন চোলরাজ আদিত্য সেন সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন। কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী পূর্ব্বে বকনন, মেকেঞ্জি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; খোদিত লিপি সমূহ আবিষ্কৃত হইয়া অদ্য তাহার উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রূপে ঐতিহাসিক সত্য ঘোষণা করিতেছে। চোলরাজগণের বাঙ্গালায় আগমনের প্রত্যক্ষ

* মেকেঞ্জি সাহেব আদিত্য সেনকে আদিত্য চোলা লিখিয়াছেন। যাহা হউক চোলা নরপতিদিগের নামের সহিত সেন শব্দ সংযুক্ত থাকার একটী প্রমাণ ইহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

† J. A. S. Bengal Vol. LII. part 1. p. 191.

প্রমাণ ইহা হইতে কি অধিক সংগ্রহ করা যাইতে পারে? এই সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কুলতুঙ্গার শাসন পত্রের লিখিত বাক্য সত্য বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। মহীসুরের ইতিহাসে ডাক্তার রক্নন কুলতুঙ্গাকে "ত্রিভুবন-চক্রবর্ত্তী" লিখিয়াছেন। যাহা হউক কোন কোন চোলানরপতি যে গঙ্গাসৈকতে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক সত্য। অদ্যাপি বাঙ্গালার প্রান্তভাগে চোলরাজগণের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগের বাঙ্গালার আগমনের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ডাক্তার রাবেনেল কুলতুঙ্গাকে চোলা রাজবংশের সর্ব্ব প্রধান নরপতি লিখিয়াছেন। * তিনি আরও বলেন যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পালরাজগণের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য শৈব নরপতি বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলা রাজগণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়া তাহাদের আত্মীয় ও অনুচরবর্গকে সেই সেই প্রদেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করার কথা ডাক্তার রক্নন লিখিয়া গিয়াছেন। †

রাজসাহি ও মন্দরগিরির প্রস্তরলিপি এবং কুলতুঙ্গার শাসন পত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে, বিজয়সেন চোলা রাজবংশের সেনাপতি বা আত্মীয় রাজপুত্র। তিনি কুলতুঙ্গা দ্বারা গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

---

* Proceedings A. S B 1876 page 108.

† Eastern India. Vol. II p 23.

প্রকৃত পক্ষে তিনিই বাঙ্গালায় সেনবংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার পিতৃ পুরুষগণ বঙ্গে পদস্থাপন করেন নাই।*

চোলা রাজগণ শৈব ছিলেন। বিজয় সেনও শিবোপাসক। সুতরাং শৈব নরপতি বৌদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অনেক শৈব ব্যক্তিকে গৌড়ের রাজাসনে স্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন বলিয়া সহজেই বিবেচনা করা যাইতে পারে।

এই সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গালায় উপনীত হন, তাঁহারাই বৈদিক নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নচেৎ দক্ষিণাপথনিবাসী ব্রাহ্মণদিগের বাঙ্গালায় আসিবার আর কোন সূত্র ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বঙ্গীয় "দাক্ষিণাত্য বৈদিক" গণ দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়াছিলেন, একথা তাঁহারা অদ্যাপি বলিয়া থাকেন।

আমরা বারম্বার রাজসাহির প্রস্তর লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি, এই প্রস্তর ফলক রাজসাহির অন্তঃপাতি গোদাগাড়ি থানার অধীন দেওপাড়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী "বরিন্দা"† নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে বেগবতী স্রোত-

* শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বীরসেনকেই সেনবংশের স্থাপয়িতা এবং বীরসেন, আদিশূরের নামান্তর ইহা বারংবার লিখিয়াছেন। আমাদের সেনরাজগণ পুস্তকের প্রথমসংস্করণ প্রকাশ হইবার পর মিত্র মহাশয় এই বিষয় লইয়া আমাদের সহিত অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। এক্ষণ আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এসিয়াটিক সোসাইটীর "শতাব্দী সমালোচনা" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থে ডাক্তার হরেন্‌লি সাহেব বিজয় সেনকেই সেন রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া লিখিয়াছেন।

(See pp. 128, 209—10. Century Review A. S B.)

† বলা বাহুল্য যে রাজসাহি অঞ্চলে উচ্চভূমিকে "বরিন্দা" বলে।

স্বতী পদ্মা এই পরিত্যক্ত পল্লীর প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। এক্ষণে পদ্মার প্রবল স্রোত এই স্থান হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। একটী পুষ্করিণীর উপতটে প্রোক্ত প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই জলাশয়ের মধ্যে পূর্ব্বে আরও ২।১ খানা প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু এক্ষণে তাহা জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। যেস্থানে এই প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার অনতিদূরে সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন প্রস্তরনির্ম্মিত এক মসজিদ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রস্তর ফলকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, মহারাজ বিজয়সেন দেব একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অত্যুক্তিপ্রিয় কবি, সচিবপ্রবর উমাপতি এই মন্দিরের বর্ণনা করিতে যাইয়া সমুদ্র, গগন, মেরু পর্ব্বত, সূর্য্য, অগস্ত্য ও বিন্ধ্য পর্ব্বতকে লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। মন্দিরের পরিধি সমুদ্রবেষ্টিত, তাহার মধ্য গগনতলসদৃশ, পরিসর ও চতুর্দ্দিক বিস্তৃত। মন্দিরের চূড়া উদয় ও অস্তাচলের মধ্যবর্ত্তী মেরু-পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ। তৎপরে কবি সূর্য্যকে বলিতেছেন, তুমি অগস্ত্যকে নিরর্থক দক্ষিণদেশবাসী করিয়াছ। বিন্ধ্যপর্ব্বত যত শক্তি উচ্চ হউক না কেন, এই মন্দিরের ন্যায় উচ্চ হইতে পারিবে না। এই মন্দিরের উচ্চ চূড়াই সূর্য্য রথের হরিতাশ্বের গতিরোধ করিল। বিধাতা সুমেরুতুল্য মৃত্তিকা দ্বারা পৃথিবীতুল্য চক্রে এক ঘট প্রস্তুত করিলেও মন্দিরের শীর্ষস্থিত স্বুবর্ণকলসের তুল্য হইবে না। অত্যুক্তিপ্রিয় কবিদিগের মধ্যে উমাপতির নাম শ্রীহর্ষের পরেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যাহা হউক বিজয়সেন এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কে বলিতে পারে যে, এই মন্দিরের প্রস্তর লইয়া হিন্দুকীর্ত্তিদ্রোহী মুসলমানেরা উল্লিখিত মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া যান নাই ?

যে সময়ে বিজয়সেন গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয় সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয় এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্মগ্রহণ করেন। কুলাচার্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদিশূরের কন্যাকুলসম্ভূত লিখিয়াছেন। সেন রাজগণের যে কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসমস্তেই লিখিত আছে যে অদ্বিতীয়কীর্ত্তিশালী, অধর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ, বেদমার্গাবলম্বী বল্লালসেন বিজয়সেন হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গর্ব্বিত শত্রুদিগকে নিধন করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে রুধিরনদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মহারাজ বল্লালসেন দেব স্বীয় কার্য্যকলাপ দ্বারা বঙ্গবাসীদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি প্রজারঞ্জন দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন বলিয়াই বঙ্গবাসীগণ বিবিধ অলৌকিক ও বিস্ময়জনক ঘটনাবলী রচনা করিয়া তাঁহার নামের সহিত গ্রথিত করিয়াছেন।

কোন কোন ব্যক্তি বল্লালকে আদিশূরের পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কেহ বা তাঁহাকে আদিশূরের দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র, অন্য কেহ তাঁহাকে "বিশ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র" ও আবুল ফাজেল তাঁহাকে সুকসেনের পুত্র লিখিয়াছেন।

দুই চারি খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে, বল্লালের পিতার দুই স্ত্রী ছিলেন। বল্লালপিতা কনিষ্ঠা পত্নীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া জনৈক উদাসীন দ্বারা এক যজ্ঞ করাইলেন; উদাসীন যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তাহার চরু রাণীকে প্রদান করিয়া বলিলেন, যদি এই চরু আপনি রাজাকে খাওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আপনার চির আজ্ঞাকারী হইবেন। কনিষ্ঠা রাণী এই সংবাদ অবগত হইয়া জনৈক দাসী দ্বারা চরু অপহরণ করিয়া তাহা ব্রহ্মপুত্র নদে বিসর্জ্জন করিলেন। চরুর আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে নদরাজ নরবেশে রাণীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সহবাস প্রার্থনা করিলেন। রাণী কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তখন ব্রহ্মপুত্র দৈবশক্তি দ্বারা রাণীকে মোহিত করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! আমার সহবাসে তুমি অপবিত্র হইবে না, তোমার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমা হইতে যে পুত্ররত্ন লাভ করিবে, তিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নরপতি হইবেন। নদরাজের সংসর্গে রাণী গর্ভধারণ করিলেন। রাজা রাণীর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া আধুনিক ঢাকার নিকটবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন।

সেই নির্ব্বাসিতা রাণীর গর্ভে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন। বনে জন্ম বলিয়া তিনি বল্লাল আখ্যা প্রাপ্ত হন। দেবপিতার অনুগ্রহে তাঁহার শৈশব জীবন নির্বিঘ্নে অতিবাহিত হইয়াছিল। জনপদের কোলাহলে তাঁহার জীবনের শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। ভুক্তিপ্রাসক্ত সমাজের আমোদ প্রমোদ ভোগ বিলাসে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তাঁহার জন্মদাতা নদরাজ লৌহিত্য

তাঁহাকে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় শৈশবেই তাঁহাকে সুপণ্ডিত করা হইয়াছিল। তিনি শৈশবকালে রাজা ও সেনাপতিগণ দ্বারা পরিচালিত এক দল সুশিক্ষিত সৈন্যকে জয় করিয়াছিলেন।

কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমরা এই সকল বিবরণ পরিত্যাগ করিতে পারি। যাহা হউক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বল্লাল এক জন বীর্য্যবান্, বুদ্ধিমান্ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মর্ম্মালোচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, তাঁহার শাস্ত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত দানসাগর গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে :—

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ শ্রীকান্তোঽপি সরস্বতীপরিবৃতঃ প্রত্যক্ষনারায়ণঃ। পদাম্ভোজনিষণ্ণবিশ্ববসুধাসাম্রাজ্যলক্ষ্মীযুতঃ। শ্রীবল্লালনরেশ্বরো বিজয়তে সদ্‌বৃত্তচিন্তামণিঃ * * ইতি পরমমাহেশ্বর মহারাজাধিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্করঃ শ্রীমদ্বল্লালসেনদেববিরচিতঃ শ্রীদানসাগর সমাপ্তঃ।"

বল্লাল এক জন শিবভক্ত ছিলেন, এজন্যই আমরা তাঁহার নামের সহিত "পরমমাহেশ্বর" ও "নিঃশঙ্কশঙ্কর" এই দুইটী পদ সংযুক্ত দেখিতে পাই।

আদিশূরের সময়ে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন কায়স্থ বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবীবর ঘটকের

মতে আদিশূরের সময়ে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজ গোত্রজ তিথিমেধা, কাশ্যপ গোত্রজ বীতরাগ, বাৎস্য গোত্রজ সুধানিধি, সাবর্ণ গোত্রজ সৌভরি গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ হইতে রাঢ়ীয় ও দামোদর প্রভৃতি হইতে বারেন্দ্র, তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ হইতে রাঢ়ীয় ও গৌতম হইতে বারেন্দ্র, বীতরাগের পুত্র দক্ষ হইতে রাঢ়ীয় ও সুষেণ হইতে বারেন্দ্র, সুধানিধির পুত্র ছান্দড় হইতে রাঢ়ীয় ও ধরাধর হইতে বারেন্দ্র, সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ হইতে রাঢ়ীয় ও পরাশর হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি।

তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের মধ্যে বল্লাল যাহাদিগকে নবগুণ * সম্পন্ন দর্শন করিলেন তাহাদিগকে সেই সেই কুল মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা কুলীন আখ্যাদ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় কুলজি মতে—

দক্ষের উত্তর পুরুষ—চট্টবংশীয় বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচজন।—

ছান্দড়ের উত্তর পুরুষ—পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধন, ঘোষাল বংশের শিব, কাঞ্জীলাল বংশের কানু ও কুতূহল এই চারিজন।—

বেদগর্ভের উত্তর পুরুষ—গাঙ্গুলি বংশের শিশু, কুন্দগ্রামী বংশের রোষাকর, এই দুইজন।—

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

ভট্টনারায়ণের উত্তর পুরুষ—বন্দ্যোবংশের মহেশ্বর, আহ্লন, দেবল, বামন, ঈশান ও মকরন্দ এই ছয়জন।—

শ্রীহর্ষের উত্তর পুরুষ—মুখটী বংশের উৎসাহ ও গরুড় এই দুইজন।

সর্ব্বশুদ্ধ উনিশজন রাঢ়ী ব্রাহ্মণকে বল্লাল কুলীন আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, দক্ষের অষ্টম উত্তর পুরুষ বহুরূপ; ছান্দড়ের নবম উত্তর পুরুষ গোবর্দ্ধন; বেদগর্ভের অষ্টম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি; ভট্টনারায়ণের দশম উত্তরপুরুষ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীহর্ষের ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষ উৎসাহ মুখটী বল্লালের সমসাময়িক।

বারেন্দ্র কুলজি মতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ অধিগাঞি ওঝার ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ জয়সাগর ও মণিসাগর এবং কাশ্যপ গোত্রজ সুষেণের অধস্তন অষ্টমপুরুষে স্বর্ণরেথ ও ভবদেব এবং বাৎস্য গোত্রজ ধরাধরের অধস্তন চতুর্থ পুরুষে চতুর্ব্বেদাম্বাচার্য্য ও দামোদর এবং ভরদ্বাজ গোত্রজ গৌতমের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ ভাস্কর বেদান্তী ও পরাশর, সাবর্ণ গোত্রজ পরাশরের অধস্তন অষ্টম পুরুষে অনিরুদ্ধ * ও গুণার্ণব বল্লালের সমসাময়িক হইতেছেন। কেবল মাত্র ধরাধরের বংশাবলী সন্দেহ জনক বিধায় তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাঢ়ী ও বারেন্দ্র অন্যান্য সমস্ত ব্রাহ্মণের বংশাবলী অনুসারে আদিশূরের সহিত বল্লালের ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ও ১৫ পুরুষ অন্তর দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ

* দানসাগর গ্রন্থের মতে এক অনিরুদ্ধভট্ট বল্লালের গুরু ছিলেন, ইনি সেই অনিরুদ্ধ কি না তাহা বলা যায় না।

৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৫ পুরুষ কখনই এক কিম্বা দুই শতাব্দী মধ্যে অন্তর হইতে পারে না। যদি আমরা এই দুই নরপতির মধ্যে অন্তত নয় পুরুষ ব্যবধান ধরিয়া, মিত্র মহোদয়ের অবলম্বিত, তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আদিশূরের তিন শত বৎসর পরে বল্লাল ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্ব্বে আমরা আদিশূরের যে সময়াবধারণ করিয়াছি, তাহা ইহার সহিত ঐক্য হইতেছে। আদিশূর শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে (বা খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) জীবিত ছিলেন। সুতরাং বল্লালসেন শকাব্দের দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া লেখা যাইতে পারে। দানসাগর গ্রন্থের রচনা সম্বন্ধে "সময় প্রকাশ" প্রণেতা লিখিয়াছেন, যে, এই গ্রন্থ "নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লালসেন দেব ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খ্রীঃ অঃ) রচনা করেন।" * দানসাগর গ্রন্থ বল্লালের প্রথম বয়সের রচনা নহে এ জন্যই গ্রন্থ রচনার ৩১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৯৮৮ শকাব্দে (১০৬৬ খ্রীঃ অঃ) মিত্র মহোদয় বল্লালের অভিষেক অবধারণ করিয়াছেন এবং আমরাও ইহা অনুমোদন করিতেছি।

কয়েক খানা কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে যে সেনরাজগণ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। এবং যখন যে ব্যক্তি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গৌড়ের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিতেন। বল্লাল যখন দিল্লীতে রাজত্ব

* নিখিলনৃপচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন
পূর্ণেনবশশিদশমিতে শকাব্দে দানসাগরোরচিত।

করেন, তৎকালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বৈদ্যকুলজিকারগণ বলেন যে, এই সময় বল্লাল এক নীচজাতীয়া রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হন। এজন্য লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হইযাছিল। তৎকালে লক্ষ্মণসেনের অনুগত বৈদ্যগণ, বল্লালের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ মানসে উপবীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্রভাব ধারণ করে। এই ঘৃণিত মিথ্যা বাক্য পোষণোপযোগী কতকগুলি অশ্লীল কবিতা বঙ্গদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। যে কলুষিত রুচি হইতে কবিচূড়ামণি কালিদাস সম্বন্ধীয় অশ্লীল গল্প প্রচারিত হইয়াছে, যে জুগুপ্সিত রুচি বিদ্যাপতির আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের প্রিয়তমা পত্নী "লছমী" দেবীর নির্ম্মল চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা প্রসব করিয়াছে; বল্লাল সেনদেবের বিমল চরিত্রের কলঙ্ক যে কেবল সেই ঘৃণিত রুচির প্রসবিত্রী এমত নহে, ইহাতে একটী সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থও জড়িত রহিয়াছে। বৈদ্যজাতির উপবীত হীনতার অমূলক কারণ প্রচার করিবার জন্য সত্যের শীর্ষে পদাঘাত করিয়া বল্লালকে দিল্লীর রাজাসনে স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ মিথ্যা বাক্য দেশ মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। রাজনগর নিবাসী রাজা রাজবল্লভ সেন এই সমস্ত চক্রান্তের মূল কারণ। *

---

* পূর্ব্বে সেন রাজগণ আমাদের দেশে কায়স্থ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিলেন। এ জন্যই আবুল ফাজেল ও জোসেপ টিফিন তল্লার তাঁহাদিগকে কায়স্থ লিখিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যবংশীয় রাজবল্লভসেন ১০ দশ লক্ষটাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ঘটকদিগকে বাধ্য করিযা সেন রাজগণকে বৈদ্য ও রাজবল্লভকে তদ্বংশধর অবধারণ করিয়াছিলেন। সেই

সেন রাজগণের দিল্লীতে রাজত্ব করার উক্তি আমাদের বিবেচনায় বাতুলের প্রলাপ মাত্র। যে সময়ে আমরা সেন রাজগণকে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত দেখিতে পাই, ঠিক সেই সময়ে রাঠোর বংশীয়েরা কনোজে; তুঅর এবং তৎপর চৌহযান বংশধরেরা দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

জগদ্বিখ্যাত অনঙ্গ পালের অধিকারের পূর্ব্বে কনোজ ও দিল্লী এক রাজছত্রের অধীন ছিল। তৎপর আর্য্যাবর্ত্তে একটী বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই বিপ্লব দ্বারা আহূত হইয়া রাঠোর বংশীয় চন্দ্রদেব * কনোজে ও তুঅরবংশীয় বিলনদেব দিল্লীতে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। যেস্থানে একসময় যুধিষ্ঠির ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেস্থানের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক বিলন-দেব (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল আখ্যা ধারণ করতঃ ৩৭৪ শকাব্দে

সম্বন্ধ হইতেই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ পূর্ব্বক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। Taylor's Topograply of Dacca; Eastern India, Vol II p 615—History and Statistics of Dacca Division. page 4—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলী ১১০ পৃষ্ঠা, রাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন চরিত:—(বান্ধব, সপ্তম খণ্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) সম্বন্ধনির্ণয় সমা-লোচনা (বান্ধব, অষ্টম খণ্ড, ২৫৩—৬০ পৃষ্ঠা দেখ।)

* কলিকাতা এসিয়াটীক সোসাইটীর "শতাব্দী সমালোচন" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থে এই চন্দ্রদেবকে গৌড়েশ্বর মহীপালের বংশধর বলিয়া পরিচয় করা হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, (যাহা আমরাও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি) তাহা হইলে গৌড়ের পালরাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বের আর একটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

(১০৫২খ্রীঃ অঃ) দিল্লীর রাজাসন উজ্জ্বল করেন। সেই মহাশ্মশান ক্ষেত্রে যে রাশি রাশি ভগ্নাট্টালিকা "কুতুবদুর্গ" নামে পরিচিত রহিয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহা (দ্বিতীয়) অনঙ্গপাল দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ নরপতি (দ্বিতীয়) অনঙ্গপালকে 'মহারাজাধিরাজ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই অনঙ্গপাল হইতে ছহড়দেব বা তৃতীয় অনঙ্গপাল পর্য্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল তুঅর বংশীয়েরা প্রবল পরাক্রমের সহিত দিল্লী শাসন করিয়াছিলেন। তৃতীয় অনঙ্গপালের পর তাঁহার দৌহিত্র (চৌহান বংশীয় সোমেশ্বরের পুত্র) সেই প্রাতঃস্মরণীয় বীরচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করেন।* এই সকল বিখ্যাত নরপতিগণকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বৈদ্য কুলজি লেখকগণ সেনরাজগণকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়েই বঙ্গের রাজধানী "সমতট" বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই নগরী অধুনা 'বল্লাল বাড়ী' বা 'রামপাল' নামে পরিচিত রহিয়াছে। ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে যে বৃহৎ

---

* কবি চাঁদবর্দাই তাঁহার 'পৃথ্বীরাজ চৌহান রাসো' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব্বের ২৮ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, যে চৌহান পৃথ্বীরাজকে দিল্লী প্রদান করিয়া তুঅর অনঙ্গপাল বদরিকাশ্রমে গমন করেন।

'দিয় দিলী চহুআংন কোং, তুঅর বদ্রী জাই।' ইত্যাদি।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের খোদিত লিপিতে তাঁহার মাতুল কিরণ দেবের নাম উল্লেখ আছে। (A. R XV. 444.) বোধ হয় কিরণদেব তাঁহার পিতার বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করেন।

পরিখা ছিল তাহা ক্রমে ভরাট হইয়া শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হই-তেছে। সুপ্রশস্ত রাজপথগুলির চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। যে স্থানে রাজবাটী ছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহার দক্ষিণাংশে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহার দৈর্ঘ্য অনুমান ৩৫০০ হস্ত ও পরিসর এক সহস্র হস্ত হই-তেও অধিক। বর্ত্তমান সময়ে এই দীঘির অনেক স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বল্লালের সময়ে এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য ও পরিসর কত দূর ছিল তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। উক্ত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সমূহ এস্থানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এ স্থানে মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই প্রত্যক্ষ হয়। অধিকাংশই ভূগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। রামপাল ও তাহার চতুঃপার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামসমূহে ভূমি খনন করিলে প্রায়ই রাশি রাশি ইষ্টক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকে এইরূপ ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একবার ৮০ হাজার টাকা মূল্যের এক খণ্ড প্রস্তর এইস্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। * যাহা হউক মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানীর কেবল চিহ্ন মাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর সকলই কালের অনন্ত কবলে কব-লিত হইয়াছে।

সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের উত্তরপুরুষ শ্রীআদিদেব বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে।

---

* রামপালের বিবরণ, Taylor's Topography of Dacca, and Taylor's Pereplus of the Erythrean sea. দেখ।

শ্রীআদিদেব—

যো বঙ্গরাজরাজ্য শ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী ॥

বল্লালসেন দেব স্বীয় অধিকৃত দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, যথা বঙ্গ, বাগড়ি, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা; আমরা এই সকল বিভাগের সীমা ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বল্লালের সময়ে মিথিলার কিয়দংশ বাঙ্গালার রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

বল্লালসেন দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন দেব বাঙ্গালার রাজদণ্ড ধারণ করেন। লক্ষ্মণসেন ১০২৮ শকাব্দে (১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহা দীর্ঘকাল এদেশে প্রচলিত ছিল। অধুনা ঐ অব্দ কেবল মিথিলা প্রদেশে সামান্য রূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব তাম্রশাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন তাহার দুই খণ্ড তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রথমতঃ এক খণ্ড তাম্রশাসন সুন্দরবনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দের ১০ই মাঘে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসন পত্র দ্বারা "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ লক্ষ্মণসেন দেব" খাড়ী মণ্ডলিকার অন্তর্গত তিন দ্রোণ ভূমি, ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণধর দেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভূমির

বার্ষিক রাজস্ব পঞ্চাশৎ পুরাণ অর্থাৎ ৫০ কাহন কড়ি ধার্য্য হইয়াছিল।*

লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় তাম্রশাসন দিনাজপুরের অন্তর্গত তর্পনদীঘির নিকটে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ৭ লক্ষ্মণাব্দের ৩রা ভাদ্র। এই শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব ভরদ্বাজ গোত্র, "সামবেদ কৌথুম শাখা চরণানুষ্ঠায়িনে" শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বিল্বহিট্টী গ্রামের কিয়দংশ ভূমি দান করেন। ইহারও বার্ষিক রাজস্ব ৫০ কাহণ কড়ি ধার্য্য হইয়াছিল। †

প্রোক্ত দুই খণ্ড শাসন পত্রের দ্বারা যে দুই জন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইয়াছিল আমাদের বিবেচনায় তাহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

উভয় শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন তাঁহাদের রাজ্যের "শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন" আখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দান বিষয়ের ঘোষণাপত্র "শ্রীবিক্রমপুর" হইতে প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা তাম্রশাসনেই লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের নিবাসভূমি বিক্রমপুরে ছিল, ইহাও শাসনপত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

লক্ষ্মণসেন দেব বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাম্রশাসনের শীর্ষ দেশে ভগবতী দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। বোধ হয় ইহা সেন রাজগণের কৌলিক দেবতার প্রতিকৃতি। কবিবর বিদ্যাপতি বলেন মহা মহোপাধ্যায় উমাপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রি ছিলেন। ‡ নারায়ণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি

---

* ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

† J. A. S B. Vol XLIV. part 1 page 11.

‡ পুরুষ পরীক্ষা। হরপ্রসাদ রায় কৃত বঙ্গানুবাদ।

লক্ষ্মণসেনের "সন্ধিবিগ্রহিক" ছিলেন ইহা তাম্র শাসনে লিখিত আছে।

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ যে সকল পণ্ডিতরত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, কবিবব জয়দেব তাহাদেব নামোল্লেখ করিয়াছেন।* উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ীকবিরাজের নাম লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থ প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত রহিয়াছে।† ডাক্তব ভুলাব কাশ্মীবে একখণ্ড হস্তলিখিত গীতগোবিন্দ প্রাপ্ত হইযাছিলেন। ঐ গ্রন্থের শেষভাগে জয়দেবকে লক্ষ্মণসেনেব সম-সাময়িক লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মিত্র মহোদয় কবিবাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ হইতে একটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইযাছেন যে জযদেব লক্ষ্মণসেনেব সভায উপস্থিত ছিলেন।‡

এই পঞ্চ পণ্ডিত রত্নেব মধ্যে জয়দেব ও গোবর্দ্ধন § রাঢ়ীয় এবং উমাপতি, ¶ শবণ ও ধোয়ী কবিবাজ বৈদিক কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহা স্থিব কবিয়া বলা যাইতে পাবে না।

---

* বাচঃ পল্লবযত্যুমাপতিধবঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিবাং,
জানীতে জযদেব এব শবণঃ শ্লাঘ্যোদুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয বচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন
স্পর্দ্ধীকোঽপিন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধবোধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥
গীতগোবিন্দ, প্রথম সর্গ, চতুর্থ শ্লোক।

† গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ॥

‡ Indo—Aryans. Vol II. page 240.

§ ইনি পূতিতুণ্ডবংশের গোবর্দ্ধন নহেন। পশ্চাৎ দেখ।

¶ বারেন্দ্র কুলজাত-কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা সুবিখ্যাত উদয়নাচোর্য্যের এক

সেন রাজাদিগের মধ্যে লক্ষ্মণসেন সর্ব্ব প্রধান নরপতি ছিলেন। বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত শাসনপত্রে লিখিত আছে এই রাজার "বাহু করিশুণ্ড" ও বক্ষস্থল প্রস্তর সদৃশ কঠিন ছিল। তিনি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত মুষলধারী ও গদাপাণির (বলরাম ও জগন্নাথ) মন্দিরের সন্নিকটে (পুরীতে), ও অসী-বরুণার-গঙ্গাসঙ্গমে অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরক্ষেত্র বারাণসীতে এবং ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলী, ত্রিবেণীর তটে (প্রয়াগে) যজ্ঞ যূপ সমূহের সহিত সমর বিজয় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে লক্ষ্মণসেনদেব একদিকে প্রয়াগ ও অন্যদিকে পুরী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জপতিদিগের শাসন পত্র আলোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে প্রয়াগ ও বারাণসী কনোজ রাজদণ্ডের অধীন ছিল। লক্ষ্মণসেনের বাঙ্গালা শাসনকালে মদনপাল ও তৎপরে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কান্যকুব্জ শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেহই সেন রাজগণ হইতে দুর্ব্বল ছিলেন না। বিশেষতঃ গোবিন্দচন্দ্রের ১১৬৬ সম্বতের (১০৩২ শক) শাসনপত্রে লিখিত আছে, যে হম্মীর গৌড়ের দুর্ব্বার ভীষণ দ্বিরদ সমূহের মস্তক চূর্ণ করিয়া বীরগণের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াছিলেন, তিনি (গোবিন্দচন্দ্র) সেই হম্মীরকে জয় করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। *

পুত্রের নাম উমাপতি। সচিব প্রবর উমাপতি উদয়ণের পুত্র কি, না, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু সময় গণনা করিলে উদয়পুত্র উমাপতি লক্ষ্মণের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন।

* Proceedings. As. S. Bengal. 1876. page 131.

গৌড়েশ্বর যে দুর্ব্বল ছিলেন ইহা দ্বারা একপ বোধ হয় না, ববং গৌড়েশ্বরকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, বলিয়াই আর্য্য-বীর-সমাজে হম্মীরের খ্যাতি বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই হম্মীরকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং আস্ফালন করিয়াছেন। হম্মীর একজন অসাধারণ বীর ছিলেন। তাহার শত্রুগণই ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। * হম্মীর কোন্ প্রদেশের অধিপতি ছিলেন তাহার কোনও উল্লেখ নাই; বোধ হয় কান্যকুব্জ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী কোন দেশের রাজা ছিলেন। †

যাহা হউক কেশবসেনের শাসনপত্রে লক্ষ্মণসেন দেবের বিক্রম বর্ণনা করিতে যাইয়া যে সকল কথা সন্নিবেশিত হইয়াছিল লক্ষ্মণসেনের শাসনপত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই সকল জয়স্তম্ভ প্রয়াগ, কাশী ও পুরীর পবিবর্ত্তে, কবির কল্পনা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কেশবসেনের তাম্রশাসনেই স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কবিবর বিদ্যাপতি তাহার পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেন একবার কাশী আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার জয় পরাজয় সংবাদ আমরা বিদ্যাপতি হইতে প্রাপ্ত হইতেছি না। যাহা হউক লক্ষ্মণসেন যে এক জন দুর্ব্বল

---

* বীর চূড়ামণি পৃথ্বীরাজের খোদিত লিপিতে যতবার হম্মীরের নাম উল্লেখ হইয়াছে, প্রত্যেক বারেই নামের পূর্ব্বে 'বীর' শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। Asiatic Researches. Vol XV page 444.

† আমরা বৌদ্ধ গয়ার ৩নং প্রস্তর লিপিতে এই রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাই। J A S B Vol. V. p. 658

রণস্তম্ভপতি বীরচূড়ামণি হম্মীরের জীবন চরিত "হম্মীররাসো" গ্রন্থে

নরপতি ছিলেন এমত বোধ হয় না। দুর্ব্বল রাজণ্যবর্গ দ্বারা স্থাপিত অব্দ এরূপ দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে না।

বল্লাল প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথা লক্ষ্মণসেন দেব দ্বারা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের যে দুই খানি তাম্রশাসনের কথা আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

১। সুন্দর বনের তাম্রশাসন। ডায়মণ্ড হার্‌বারের নিকটবর্ত্তী কোন এক লাটে এই তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ মার্শমান সাহেব স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন। কিছুকাল অতীত হইল পণ্ডিত রামগতিন্যায়রত্ন ঐ শাসনপত্রের একখণ্ড ভ্রমশঙ্কুল প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। * এবং ভ্রম প্রমাদের দায় অন্যের শিরে নিক্ষেপ করতঃ লিখিয়াছেন যে, "ত্রিবেণীর মৃত হলধর চূড়ামণি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন, তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।"

তৎপর "মিত্রোদয়" সম্পাদক বাবু হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় ঐ সনন্দের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা মূল

তাঁহার যে জন্মাব্দ লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে গণনা করিলে তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে হম্মীরকে আলাউদ্দিনের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। (See Hamir Raso Translated by Braja Nath Banarjee) সুতরাং আমরা রম্ভাম্বরপতিকে সেই হম্মীর বলিতে পারি না।

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় ভাগ, ৩৭১ পৃষ্ঠা।

সনন্দ পত্র সংগ্রহ করিতে অপারগ হইয়া অন্যান্য শাসন পত্রের সাহায্যে ন্যায়রত্ন ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের প্রকাশিত প্রতিলিপির পাঠ বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সংশোধন করিয়া ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। * মিত্র মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমরা অনুমানের সাহায্যে সনন্দের পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। † কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আমরা শাসনপত্রে কোন নূতন কথা সংযোগ করি নাই; কেবল অশুদ্ধ পদগুলি অন্যান্য শাসনপত্রের সাহায্যে সংশোধন করিয়াছি। এই শাসনপত্রের তারিখ ২ লক্ষ্মণাব্দ ১০ মাঘ। ‡

* লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত সুন্দরবনের তাম্রশাসন। ভারতী, চতুর্থ খণ্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা।

† The reading has been revised, again conjecturally, and republished in a Bengali literary journal entitled *Bharati.*
Indo-Aryans Vol II p 237.

‡ পাঠকগণ ভারতী পত্রিকায় আমাদের প্রবন্ধটী পাঠ করেন ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। নমুনা স্বরূপ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে সনন্দের তিনটী স্থল সহ আমাদের সংশোধিত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১নং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ—

সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুলসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।

তেজোবিষজ্বরমুখো দ্বিষতা মভূবন্ ভূমীভুজঃস্ফুটমথৌষধনাথবংশে ॥৩॥

আমাদিগের সংশোধিত পাঠ—

সেবাবনম্রনৃপকোটীকিরীটরোচিরম্বুলসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।

তেজোবিষজ্বরমুখোদ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে ॥৩॥

২নং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ—

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরাম্নতারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যানাৎ—।

২। তপনদীঘির তাম্রশাসন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের অন্তভাগে দিনাজপুরের অন্তর্গত তপনদীঘির (কেহ কেহ ইহাকে তর্পণ-দীঘিও বলেন।) সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কালে এই শাসনপত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার অবিকল প্রতিলিপি (Photozincographe), পাঠ ও অনুবাদ দিনাজপুরের তদানিন্তন মেজিষ্ট্রেট্ ওয়েষ্টমেকট সাহেব দ্বারা এসিয়াটীক সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশিত হইয়াছে।† আমরা অবিকল প্রতিলিপি দৃষ্টে সুন্দরবনের তাম্রশাসন সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

বাখরগঞ্জের অন্তগত ইদিলপুর পরগনার জনৈক কৃষক ভূগর্ভ হইতে এক খণ্ড তাম্রফলক আবিষ্কার করিয়াছিল। ঐ পরগণার তদানীন্তন জমিদার ৺বাবু কানাইলাল ঠাকুর তাহা প্রাপ্ত হইয়া এসিয়াটীক সোসাইটীতে প্রদান করেন। ঐ শাসন পত্রের সমালোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে

আমাদিগের সংশোধিত পাঠ—

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেনদেবপাদানুধ্যাত—।

৺নং ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠ—

সং২ মাঘদিনে ১০

আমাদিগের সংশোধিত পাঠ—

সং২ মাঘদিনে ১০

(ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত পাঠের উদ্ধৃত অংশের যে যে স্থানের নিম্নে রেখা টানিয়া দিলাম সেই সেই স্থান অর্থ শূন্য।)

† Journal As. So. Bengal. Vol. XLIV. part 1. p. 1-15.

তাহা কেশবসেনের দানপত্র। কিন্তু শাসন পত্রের যে স্থানে কেশব সেনের নাম লেখা আছে, সেই স্থানটীই কাটা, ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে, পূর্ব্বে যাঁহার নাম লিখিত হইয়াছিল, তিনি এই দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী (কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সেই শাসন পত্রে আপন নাম সংযুক্ত করিয়া তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। শাসন পত্রের মর্ম্মালোচনা কালে বিজ্ঞবর প্রিন্সেপ সাহেব এই সকল দর্শন করতঃ বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন: ফলতঃ এ সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেব যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার, সহিত তাহা অনুমোদন করিতেছি। *

আইন আকবরী প্রণেতা আবুল ফাজেল লক্ষ্মণ ও কেশব সেনের মধ্যবর্ত্তী এক জন রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই মাধবসেন। রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে লক্ষ্মণসেনের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ মাধব, কনিষ্ঠ কেশব। মাধবসেনকে বঙ্গ দেশীয় কুলজি লেখকগণ কেশবের পরবর্ত্তী অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কুলজি গ্রন্থগুলিকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

---

* It is curious that wherever the name of Kesava Sena occurs on the plate, there makes of an erasure, as if the grant had been prepared during the reign of Madhava Sena, and, on his dying before it was completed (for such a plate must have taken a long time to engrave), the name of his successor Kesava, fortunately happening to be of the same prosodial quantity, was ingeniously substituted, and *mutato nomine*, the endowment was completed and promulgated. Journal As. So. Bengal. Vol. VII. page 42,

বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মহিষীর নাম বসুদেবী, তিনি সতীকুলের অগ্রগণ্যা, তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিধাতার হস্ত পবিত্র হইয়াছিল, যেরূপ মহাদেব ও গিরিজা হইতে কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ "অশ্বপতি," "নরপতি" ও "গজপতি" রাজগণের অধিপতি, সেন-কুল-কমলের ভাস্কর স্বরূপ, সোমবংশের প্রদীপ, দানে কর্ণসদৃশ, গাঙ্গেয় সদৃশ সত্যব্রত, শরণাগত প্রতিপালক পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ কেশবসেন দেব জন্মগ্রহণ করেন।

কবি কেশবসেনের নামের সহিত অনেকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটীই আমাদের উল্লেখ যোগ্য প্রথম কেশবসেনকে "সোমবংশ প্রদীপ" অর্থাৎ চন্দ্র বংশের উজ্জ্বলকারী বলা হইয়াছে। এই শাসনপত্রে বিজয, বল্লাল, লক্ষ্মণ ও কেশবসেনের নামের সহিত "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদ সংযুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আর কোনও শাসনপত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয না। প্রিন্সেপ ও মিত্র মহোদয় শঙ্করগৌড়েশ্বর অর্থ "ভাল" কিম্বা "শ্রেষ্ঠ" গৌড়েশ্বর করিয়াছিলেন।

* *Mittra*—The excellent Lord of Gour
Prinsep—The auspicious Lord of the city of Gour

কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেব বলেন, "শঙ্কর গৌড়েশ্বর' পদটী যদি দন্ত্য "স" দ্বারা (সঙ্কর গৌড়েশ্বর) লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইহাকে সেন গৌড়েশ্বরদিগের মিশ্র বা নীচ জাতির পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিব। কিন্তু "সোমবংশ প্রদীপ" পদটী স্থাপন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ভাগে এইরূপ নীচার্থ যুক্ত পদ প্রয়োগ কোন মতেই সম্ভব

কাশ্মীর দেশে "শঙ্করগৌরীশ্বর" নামে এক দেব (শিব) মন্দির আছে। * সেন গৌড়েশ্বরদিগের মধ্যে কোন নরপতি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া মিত্র মহোদয় অনুমান করেন। কিন্তু আমরা রাজতরঙ্গিনীর সাহায্যে ইহা দৃঢ় ভাবে বলিতে পারি যে, কাশ্মীর-রাজ শঙ্কর বর্ম্মা "গৌরীশ্বর" মহাদেবের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিযাছিলেন। †

শাসন পত্রে কেশবসেনকে "পরমসৌর" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সূর্য্যোপাসক বলা হইযাছে। প্রিন্সেপ সাহেব সৌরকে "শৌর" করিয়া, তাহার অর্থ "শ্রেষ্ঠবীর" করিয়াছেন। কিন্তু শাসন-পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একাদশ পংক্তির মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গেলেই "সৌর" শব্দ দন্ত্য "স" দ্বারা লিখিত থাকা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের শাসন-পত্রে সূর্য্যোপাসক রাজাদিগের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

বাখরগঞ্জের শাসনপত্র দ্বারা কেশবসেন দেব বঙ্গদেশস্থ বিক্রমপুরের অন্তঃপাতি বাগুলী প্রভৃতি গ্রামমধ্যে ৩০০ (দ্রোণ ?) ভূমি শ্রুতিপাঠক শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে দান করিযাছিলেন।

বলিযা অনুমান করা যাইতে পারে না। শাসন পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অষ্টম পংক্তির আরম্ভ ও শেষ ভাগে দুইবার, নবম পংক্তির মধ্যভাগে একবার ও দ্বাদশ পংক্তির প্রারম্ভে একবার, সর্ব্বশুদ্ধ চারিবার "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" পদের উল্লেখ আছে। সেই সেই স্থানে তালব্য "শ" খোদিত রহিযাছে। প্রিনসেপ সাহেব তাঁহার ভ্রম মূলক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইযা এইরূপ কুতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিরাছিলেন।

* Journal As So Bengal. Vol XVII Part II. p. 283.

† A. R. XV. 65.

কেশবসেনের পর কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আবুল ফাজেল তাঁহার আইন আকবরীতে কেশবসেনের পর সদাসেন ও নৌজে নামক দুইজন রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। কয়েকখানি কুলজি গ্রন্থে এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলীতে কেশবসেনের পর নয়জন রাজার নাম লিখিত আছে। ইহার অধিকাংশই কাল্পনিক। যাহা হউক এই নয় জন রাজার মধ্যে আমরা "হরিসেন" নরপতির উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

সাবর্ণ গোত্রীয় "ভবদেবভট্ট বাল-বল্লভীভুজঙ্গ"নামক জনৈক ব্রাহ্মণ উড়িষ্যা দেশস্থ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বিন্দু সরোবর তীরে অনন্ত বাসুদেবের একপ্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। * এই মন্দিরের দ্বারদেশে একখণ্ড প্রস্তরলিপি সংযুক্ত হইয়াছিল। ভবদেব ভট্টের বন্ধু শ্রীবাচস্পতি শর্ম্মা প্রস্তরাঙ্কিত কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, সাবর্ণ গোত্রে ভট্ট ভবদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গৌড়েশ্বর হইতে রাঢ় দেশস্থ একশত খানি গ্রাম দান প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। রথাঙ্গ তাঁহার একপুত্র। রথাঙ্গের পুত্র অত্যাঙ্গ, তৎপুত্র বুধ, তাহার পুত্র শ্রীআদিদেব ইনি বঙ্গরাজের মন্ত্রিছিলেন। (আমরা ইহাকে বল্লালের মন্ত্রী লিখিয়াছি।) তাহার পুত্র গোবর্দ্ধন। ইনি কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। (আমরা এই গোবর্দ্ধনকেই লক্ষ্মণসেনের সভায়

* এই মন্দির অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া উড়িষ্যা বক্ষে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। আমরা স্বয়ং এই মন্দির দর্শন করিয়াছি।

দেখিতে পাইতেছি।) গোবর্দ্ধন বন্দ্যোবংশীয় সঙ্গোকার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গোকার গর্ভে গোবর্দ্ধনের এক পুত্র জন্মে, ইনি ভট্ট শ্রীভবদেব বালবল্লভী ভুজঙ্গ। ইহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেব দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়া-ছিলেন। * এই প্রস্তরলিপির সম্বৎ ৩২; ইহাকে আমরা অবশ্যই লক্ষ্মণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কারণ তৎকালে আমাদের দেশে লক্ষ্মণাব্দই প্রচলিত ছিল।

লক্ষ্মণসেন দেবের বত্রিশ বৎসর অন্তে যে হরিবর্ম্মদেব রাঢ়ে বঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম অবশ্যই কেশব-সেনের পর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই নরপতির নামে "সেন" শব্দ সংযুক্ত না থাকায় একটী সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহ কোন কার্য্যের নহে। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি ঘটোৎকচের নামে "গুপ্ত" শব্দ সংযুক্ত নাই। গুপ্ত রাজগণের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, কয়েকজন রাজার নামের সহিত গুপ্ত শব্দ সংযুক্ত নাই। উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজা জন্মেজয় ও তাহার পুত্র যযাতি এবং অন্যান্য কয়েক-জন রাজার নামের সহিত "কেশরী" শব্দ সংযুক্ত নাই। † সুবিখ্যাত মিত্রবংশীয় দ্বিতীয় রাজা ভদ্রঘোষের নামের সহিত মিত্র শব্দ সংযুক্ত নাই। ‡ কান্যকুব্জ পতি দ্বিতীয় ভোজ-

---

* J. As So Bengal. Vol VI p 90.

† J A. S Bengal Vol VII. p 58, and, Vol. XLVI part 1 pp 150, 173

‡ J. A S. Bengal Vol. XLIX. part 1. p 23.

দেবের নামের সহিত পাল শব্দ সংযুক্ত নাই; অথচ তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী চারিজন রাজার নামের অন্তে পালপদ সংযুক্ত রহিয়াছে। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে, যে অশোককে, মিত্রমহোদয় সেন বংশের শেষ নরপতি লিখিয়াছেন তাঁহার নামে "সেন" শব্দ সংযুক্ত নাই। এমতাবস্থায় হরিবর্ম্মদেবের নামে "সেন" পদ সংযুক্ত না থাকায়, তিনি সেন বংশীয় নহেন, বলিয়া কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। সেন শব্দ জাতি বাচক উপনাম নহে। 'গুপ্ত,' 'পাল' 'বিষ্ণু' 'সেন,' 'আদিত্য' 'রুদ্র' 'বর্দ্ধন' 'সাহি' 'নাগ,' 'মিত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের নামের সহিত পুরুষানুক্রমে সংযুক্ত থাকার রাশি রাশি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

---

* কেবল যে বাঙ্গালার রাজাদিগের নামের অন্তে 'সেন' শব্দ সংযুক্ত ছিল, এমত নহে। বিন্ধ্যপর্ব্বত পার্শ্বে একটী রাজ-বংশ রাজত্ব করিতেন, ইহারা সাধারণতঃ "বা-কটকপতি" বলিয়া খ্যাতছিলেন। এই বংশীয় প্রবরসেনের শাসনপত্রে ৫ জন সেন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা—

মহারাজ প্রবরসেন।
" রুদ্রসেন।
" পৃথিবীসেন।
" রুদ্রসেন।
" প্রবরসেন।

J. A. S. B. V. 128.

আর একটী সেন বংশ বল্লভীদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্য বংশীয়। (উদয়পুরের জগদ্বিখ্যাত রাণাকুল এই বংশ হইতে সমুৎপন্ন) শাসন পত্র হইতে তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। সেনাপতি ভট্টারক কাকসেন।
২। ধরসেন।

প্রস্তর লিপিতে খোদিত হরিবর্ম্মদেবই কুলজ্ঞিকারগণ দ্বারা হরিসেন নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপ ভ্রম যে কেবল বঙ্গদেশে হইয়াছে এমত নহে। উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ "কেশরী" বংশীয় সমস্ত রাজার নামের অন্তে 'কেশরী' শব্দ সংযুক্ত করিয়াছেন। * খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক টিফিন তল্লার গোয়ালিয়ার রাজ বংশের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধারাবাহিক ৮৫ জন রাজার নামের অন্তে 'পাল' শব্দ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অথচ প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে গেয়োলিয়ার রাজাগণের নামের অন্তে 'সেন' 'সিংহ' 'মল্ল' 'সাহি' 'পাল' প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত ছিল।

৩।	মহারাজ	দ্রোণসেন।
৪।	"	ধ্রুবসেন।
৫।	"	ধরভট্ট।
৬।	"	গৃহসেন।
৭।	"	শ্রীধরসেন।
৮।	"	শিলাদিত্য।
৯।	"	ঈশ্বরগুহ।
১০।	"	শ্রীধরসেন।
১১।	"	ধ্রুবসেন।
১২।	"	শ্রীধরসেন।
১৩।	"	ধ্রুবসেন।
১৪।	"	শিলাদিত্য।

J. A. S. B. IV. 586 and VII. 966.

* Asiatic Researches. Vol. XV. p. 264.

হবিবর্ম্মদেবের পর আমরা অশোক চন্দ্রদেবের নাম উল্লেখ করিতে পারি। মিত্র মহোদয় ইহাকে মুসলমানদিগের লিখিত "লাক্ষ্মণেয়" (লথমণিয়া) অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সকল কারণে মিত্র মহোদয়ের মত অনুমোদন করিতে পারিতেছি না, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

বৌদ্ধ গয়ায় একটী বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপিতে রাজাধিরাজ শ্রীমদশোকচন্দ্র দেবের নাম খোদিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরলিপির অক্ষর শিশু বাঙ্গালা বা গৌড়ীয়। প্রিন্‌সেপ সাহেব ইহার যে প্রতিলিপি দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যে সন্দেহ শূন্য ও বিশুদ্ধ তাহা তিনিও স্বীকার করেন নাই এবং আমরাও স্বীকার করিতে পারি না। নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে আমরা প্রস্তরলিপি হইতে মহারাজ অশোকচন্দ্র দেব ও তাঁহার ভ্রাতা কুমার দশরথের নাম গ্রহণ করিতে পারি। কুমার দশরথের কোষাধ্যক্ষ, মহামহাত্মক ঋষিব্রহ্মের পৌত্র, মহাত্মক চাটব্রহ্মের পুত্র শ্রীসহস্রপাদ ভট্টাচার্য্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে খোদিত প্রস্তর লিপি সংস্থিত করিয়াছিলেন। প্রস্তরলিপির শেষ ভাগে লিখিত আছে "ইতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব পদোনমতীত রাজ্যে সং ৫১ বৈশাখবদি ১২ গুরৌ"।*

---

* মিত্র মহোদয় উদ্ধৃত অংশের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—On Thursday, the 12th wane, in the month of Vaisakha, Sam. or year 74 after the expiration of the reign of the auspicious Lakshmana Sen Deva

প্রিন্সেপ দেবনাগর অক্ষরে প্রস্তরলিপির যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিত্র মহোদয় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তরলিপির

মিত্র মহোদয় বলেন যে, "অশোক" নাম দ্বারা কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা গৌড়েশ্বর অশোককে শ্রীধর্ম্মাশোক হইতে ভিন্ন বিবেচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। অশোক নাম হইলেই তিনি বৌদ্ধ হইবেন, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহাদিগকে আমাদের এই নিবেদন যে, শ্রীধর্ম্মাশোক যৎকালে তাঁহার পিতার দ্বারা অশোক আখ্যা প্রাপ্ত হন, তৎকালে তিনিও হিন্দু ছিলেন। নামের দ্বারা হিন্দু বৌদ্ধ স্থির হইতে পারে না।

বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই। মিত্র মহোদয় যে কেন অশোকচন্দ্রকে "অশোকসেন" লিখিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরো-

অব্দ সম্বন্ধে প্রিন্সেপ সাহেবের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। তিনি প্রথমতঃ বলেন It contains a date sambat 73 or 74, আবার কয়েক পংক্তি নীচে তিনিই লিখিয়াছেন, The figures, however, are unfortunately doubtful.

আমরা লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তপনদীঘির তাম্রশাসনের খোদিত অঙ্কের সহিত বৌদ্ধগয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অঙ্ক তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, উক্ত প্রস্তরলিপির দ্বিতীয় অঙ্ক চারি না হইয়া তিন হইবে। প্রথম অঙ্ক লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে খোদিত ৭ অঙ্কের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহাকে একটী অর্দ্ধভগ্ন ৫ অঙ্কের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। অতএব আমরা প্রিন্সেপ সাহেবের প্রকাশিত ৭৩ কিম্বা৭৪কে "৫৩" লিখিতে বাধ্য হইলাম।

See J. A. S. B. Vol. V. P 659. Plate XXXI.

হণ করেন। শেষ গৌড়েশ্বরের নাম যে প্রকৃত পক্ষে "লক্ষ্মণ" ছিল তাহা তাঁহার সমসাময়িক "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" ও "সদুক্তি-কর্ণামৃত" গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পশ্চিমদেশে লক্ষ্মণকে সাধারণতঃ "লছমণ" বা "লক্ষমণ" বলা হইয়া থাকে। মুসলমান ইতিহাসলেখক মিনহাজ তদনুসারে তাঁহাকে "লক্ষ-মণিয়া" লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ নামবৈচিত্র্য বা গণ্ডগোল দৃষ্ট হয় না।

মিনহাজ-ই-সিরাজ তাঁহার তবকত-ই-নেছারি গ্রন্থে রাজা "লক্ষ্মণিয়ার" জন্ম সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রাজা যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার মাতার উদরোপরি রাজমুকুট স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজমাতার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিলেন, "এক্ষণে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত দুর্ভাগা হইবে এবং এই শিশু কখনও রাজমুকুট লাভ করিবে না। আর যদি দুই ঘণ্টা পরে এই সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি অশীতি বৎসর জীবিত থাকিয়া রাজদণ্ডধারণ করিবেন।" এই সংবাদ রাজ-মাতার কর্ণগোচর হইলে, তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ শুভলগ্ন উপস্থিত না হয়, সেই অবধি আমার পাদদ্বয় উপর দিকে বন্ধন করিয়া ঝুলাইয়া রাখ।" তদনুসারে কার্য্য হইল। দুই ঘণ্টা অন্তর রাজমাতার বন্ধনমোচন করা হইলে লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হই-লেন। তাঁহার মাতা সেই মুহূর্ত্তেই ইহলোক পরিত্যাগ করি-লেন। অমাত্যগণ লক্ষ্মণকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।*

---

* Raverty's Tabakat-i-Nasiri Page 554.

মিনহাজের লিখিত গল্প হইতে এইমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মণ তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর ভূমিষ্ঠ হন। জন্মের পরেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি শৈশবাবধি সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

মিনহাজের লিখিত বাক্য লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ পোষণ করিতেছেন। তিনি "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, বাৎস গোত্রে (অর্থাৎ ছান্দড়ের বংশে) ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উজ্জ্বলা নাম্নী রমণী তাঁহার গৃহিণী ছিলেন। সেই গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের ঈশান, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশান ব্রাহ্মণদিগের "আহ্নিক পদ্ধতি," হলায়ুধ, "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" ও পশুপতি "পশুপতি পদ্ধতি" নামক শ্রাদ্ধাদি-কৃত্য প্রস্তুত করেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। †

---

* মিত্রমহোদয় ভ্রম ক্রমে বাৎস গোত্রজ হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের উত্তর পুরুষ লিখিয়াছেন। আমরা তাহার এই ভ্রম স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সংশোধন করিয়াছি। হলায়ুধঃ—(ভারতী সপ্তমভাগ ৩৩২ পৃষ্ঠা দেখ।)

† বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তমপদং দত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ১। ১২।

মিনহাজ বলেন যে "লক্ষ্মণিয়া" ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই কথা সম্পূর্ণ সত্য কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই রাজা যে ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল গৌড়ের রাজাসনে অভিষিক্ত ছিলেন, তৎপক্ষে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কারণ যদি আমরা বিবেচনা করি যে, হলায়ুধ ২০ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপণ্ডিত ও ২৫ হইতে ৪৯ বৎসর পর্য্যন্ত মন্ত্রী ও তাহার পর হইতে ধর্ম্মাধিকারে অভিষিক্ত ছিলেন, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হলায়ুধের আশ্রয়দাতা লক্ষ্মণসেন দেব ৪০ বৎসরেরও অধিককাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ গয়ার প্রস্তরলিপির খোদিত অব্দের পর বৎসর অর্থাৎ ১০৮২ শকাব্দে (১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ইহা স্বীকার করিয়া, এক্ষণ আমাদের দেখা উচিত, তিনি কতকাল জীবিত ছিলেন।

মুসলমানগণ বলেন লক্ষ্মণসেন দেব নদীয়ায় বাস করিতেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন গ্রন্থ কিম্বা শাসনপত্রাদিতে নদীয়া বা নবদ্বীপের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অতএব বোধ হয় এই রাজা "লক্ষ্মণিয়া"ই নবদ্বীপে রাজপাঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক মুসলমান সেনাপতি খিলজিদেশোদ্ভব বখতিয়ার পুত্র মহম্মদ, প্রকাশ্য "মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি" বিহার জয়ের দুই বৎসর অন্তে নদীয়া নগরী অধিকার করেন।

মিনহাজ লিখিয়াছেন, মহম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বিহার অধিকৃত হইলে তাঁহার যশঃসৌরভ দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ক্রমে তাহা লক্ষ্মণসেন দেবেরও কর্ণগোচর হইল। বহুসংখ্যক

জ্যোতির্ব্বিদ, জ্ঞানী, ও অমাত্য রাজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই দেশ তুরকীদিগের হস্তগত হইবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার সময় উপস্থিত। তুরকীয়েরা বিহার অধিকার করিয়াছে, পর বৎসর তাহারা অবশ্যই এ দেশে উপস্থিত হইবে। অতএব আমাদের বিবেচনায় মহারাজ এ প্রদেশবাসী সকলকে লইয়া অন্যত্র গমন করিয়া তুরকীদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষার উপায় করুন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ব্যক্তি এই দেশ অধিকার করিবেন, সেই গ্রন্থে তাহার কোন বর্ণনা আছে কি না। তাঁহারা বলিলেন, আছে, তিনি আজানুলম্বিত বাহু।* রাজা বলিলেন, তবে, ইহার তথ্যানুসন্ধান জন্য বিশ্বস্ত দূত প্রেরণ করা হউক। মহম্মদ বখতিয়ারকে দর্শন করিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। সেই দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের প্রকাশিত বাক্যের সত্যতা পোষণ করিল।

মিনহাজের গ্রন্থ হইতে যে গল্পটী সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে কি সত্য লুক্কায়িত আছে আমরা তাহার উদ্ধার করিতে পারিলাম না। পুরাতত্ত্ববিৎ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সর্ব্বনাশ জন্য কত প্রকার জম্বুকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। লক্ষ্মণের কয়েক জন সভাসদকে যে মহম্মদ বখতিয়ার হস্তগত না করিয়াছিলেন ইহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে। নচেৎ তুরকীকর্ত্তৃক গৌড়াধিকার ও কদাকারের আদর্শস্থল মহম্মদ বখতিয়ারের

* Raverty's Tabakat-i—Nasiri page. 556

রূপ বর্ণনা কেন হিন্দু শাস্ত্রে সন্নিবেশিত থাকা প্রকাশিত হইবে? যদি এ বৃত্তান্তটী যথার্থই গল্প না হয়, তাহা হইলে মহম্মদ বখতিয়ার নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। সিরাজদৌল্লার পতনের ইতিহাস কি আমাদিগকে এরূপ অনুমান করিতে প্রণোদিত করে না?

এই ঘটনার পর নদীয়ার অধিকাংশ অধিবাসী সমতট-বঙ্গ ও কামরূপ প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রায় লক্ষ্মণসেন দেব অটলভাবে স্বীয় রাজধানীতে অবস্থান পূর্ব্বক শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিহার বিজয়ের দুই বৎসর পর মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বৃহৎ একদল সৈন্য সহ আসিয়া নদীয়া অধিকার করিলেন। মহম্মদ বখতিয়ার যখন নবদ্বীপ নগরে প্রবেশ করেন, তখন কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে ছিল। নগরবাসীদিগের নিকট তাঁহারা অশ্ববিক্রেতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই ছদ্মবেশী ঊনবিংশ অশ্ববিক্রেতা রাজনিকেতন মধ্যে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিল। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা একটী ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এদিকে মহম্মদ বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, অপ্রস্তুত নদীয়াবাসীদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। রাজা লক্ষ্মণ অন্তঃপুরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদে পতিত হইয়া কোন রূপ সদুপায় অবলম্বন করিতে পারিলেন না, অগত্যা সপরিবারে খিড়কি দ্বারে বাহির হইয়া "সমতট-বঙ্গে" প্রস্থান করিলেন।

আমরা মিনহাজের গ্রন্থ হইতে এই বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত করিলাম। মিনহাজ লিখিয়াছেন যে, মহম্মদ বখতিয়ার এই রূপ দ্রুত গমন করিয়াছিলেন * যে, কেবল অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী মাত্র তাঁহার সহিত গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল; অবশিষ্ট সৈন্যগণ দ্রুত গমনে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎ আসিতেছিল। তাঁহার অন্যান্য সৈন্যগণ যে নগর আক্রমণকালে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, ইহা জাতীয়-পক্ষপাতান্ধ মিনহাজও স্বীকার করিয়াছেন। † মহম্মদ বখতিয়ারের নদীয়া অধিকারের প্রায় ৪০ বৎসর অন্তে মিনহাজ গৌড়ে আসিয়া দুই একজন বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট যে সকল গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন, ২০ বৎসর অন্তে তাহা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ও স্বীয় গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা গল্পবিস বৃদ্ধদিগের দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়া মিনহাজের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এই অতিরঞ্জিত ঘটনায় তিনি আবার কবিত্বশক্তি ফলাইয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। মার্সমান-প্রমুখ ইংরাজ লেখকগণ বঙ্গের উপর রং চড়াইয়া লিখিয়া গিয়াছেন, যে কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে মহম্মদ বখতিয়ার বাঙ্গালা বিজয় করিয়াছেন। ‡ মার্সমানের ন্যায় একজন

---

* Raverty's Tabakat-i—Nasiri page 557

† Ibid.

‡ মেজর ষ্টুয়ার্ট তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন "মহম্মদ বখতিয়ার তাঁহার বৃহৎ সেনাদল নগর প্রান্তে এক বন মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং সপ্তদশ অশ্বারোহীর সহিত নগরে প্রবেশ করেন। তিনি দূত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং নদীয়াবাসীগণ তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। পরে তিনি যখন রাজবাটীর মধ্যে (আহা-

সদাশয় ধর্ম্মপ্রচারক যে কিরূপে এই মিথ্যাবাক্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে জাতীয় ইতিহাসলেখক হিন্দুকুলভূষণদিগের পরলোকগমনকে "নরকে গমন" বলিয়া লিখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, মিনহাজ সেই জাতীয় লেখক। তিনি যে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহার শ্রুত গল্পের উপর আরও কিছু রং চড়াইতে ত্রুটি করেন নাই, ইহা বোধ হয় কোন সদাশয় পাঠক অস্বীকার করিবেন না। মিনহাজের লেখা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়" ইহা নবনির্ম্মিত মিথ্যা বাক্য।

তৎপরে মিনহাজ বলেন "রায় লক্ষ্মণিয়া" নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সমতট বঙ্গে" গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল রাজ্য শাসন করিয়া তিনি কালকবলিত হন। তাঁহার উত্তর পুরুষ অদ্যাপি (৬৫৮ হি অঃ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন।

প্রাচীনকালে বঙ্গের রাজধানী সমতট নামে পরিচিত ছিল। ইহা আমরা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিশেষরূপে দর্শাইয়াছি। *

রের সময়ে) প্রবেশ করিয়া দ্বাররক্ষককে আক্রমণ করিলেন, অমনি তাঁহার সৈন্যগণও বন মধ্যে হইতে বহির্গত হইয়া নগর আক্রমণ করিল। (Stowart's History of Bengal page 44) ষ্টুয়ার্ট কোন্ গ্রন্থ হইতে এই সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক মহম্মদ বখতিয়ারের নবদ্বীপ অধিকার নিশ্চয়ই চক্রান্তমূলক কার্য্য। বাঙ্গালার অদৃষ্ট চিরকাল চক্রান্ত দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

* ভারতী, চতুর্থভাগ। ১২১—১২৫ পৃষ্ঠা।

মিনহাজের গ্রন্থে সমতট নামটী বিকৃতভাবে লিখিত আছে। হস্তলিখিত পুস্তক গুলির মধ্যে কোনটীতে "সনকট, কোনটীতে সকনট" অন্য কোনটীতে "সনকনট" দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা মিনহাজের কিম্বা তাহার পরবর্ত্তী নকলনবিসদিগের ভ্রম। যে স্থলে মিনহাজ বারংবার "সনকট" শব্দের সহিত "বঙ্গ" যোগ করিয়াছিলেন, সে স্থলে তিনি যে সমতট বঙ্গকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তবকত-ই-নছারি গ্রন্থের অনুবাদক মেজর রেবার্টী সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পরবর্ত্তী মুসলমান ইতিহাস "তবকত আকবরি" ও "তবকত-উল-মুলুকে" লিখিত আছে যে, রাজা লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগন্নাথতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। † বৃদ্ধ মিনহাজের বাক্য এস্থলে সমধিক প্রামাণ্য। মিনহাজ ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, মহম্মদ বখ্তিয়ার নবদ্বীপ জয় করিয়া রাঢ় দেশের উত্তরভাগ ও বরেন্দ্রের পশ্চিমভাগ মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। "বঙ্গদেশ লক্ষ্মণের অধিকারে ছিল, তাহার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপিও সেই দেশ শাসন করিতেছেন।"

এক্ষণে দেখা যাউক লক্ষ্মণসেন দেব কোন্ বৎসর নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মেজর

---

* The part meant by our author more probably refers to a province of Eastern Bang Ravety's Tabakat-i- Nasiri p. 557.

† মেজর ষ্টুয়ার্ট এই মত অবলম্বন করেন। তদনুসারে পরবর্ত্তী ইংরাজ ও বাঙ্গালী লেখকগণ ষ্টুয়ার্টের প্রদর্শিত ভ্রমমার্গে বিচরণ করিতেছেন।

রেবাটী´ সাহেবের মতে ১১১৬ শকাব্দে (১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) এই ঘটনা হইয়াছিল। * ব্লকমান সাহেবের মতে ১১২৫ শকাব্দে (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে) মুসলমানেরা নবদ্বীপ অধিকার করেন। † টমাস সাহেবের মতে ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীঃ অঃ ৬০০ হিঃ অব্দে) লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করেন। ‡ কর্ণেল উইলফোর্ড´ সাহেবের মতে ১১২৯ শকাব্দে (১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে) মহম্মদ বখ্‌তিযার নদীয়া অধিকার করিয়াছিলেন। § আমরা ব্লকমান কিম্বা রেবাটী´ সাহেবের মতানুমোদন করিতে পারি না। কারণ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯৯ লক্ষ্মণাব্দ) সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ¶ এই সময়ে লক্ষ্মণসেন দেব নদীয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেন দেবের সমসাময়িক গ্রন্থকারের লেখা অবশ্য পরবর্ত্তী লেখকদিগের লিখিত বাক্য অপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই গ্রন্থ রচনার পর লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আমরা বিজ্ঞবর টমাস সাহেবের মত অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যে ১১২৭ শকাব্দের (১২০৫ খ্রীঃ অঃ) শেষভাগে মহম্মদ বখতিযার নবদ্বীপ অধিকার করেন।

---

* Tabakat-i—Nasiri, and J. A. S B XLIV I. p. 277.

† J. A S. B XLII part 1 pp 206, 211

‡ Journal Royal As. Society (1873) Vol. VI. p. **340.** and J. A. S B. XLII part 1 p 343.

§ Asiatic Researches. VOl. IX. Pgae. 203

¶ শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেত দশশতে শরদাং।

শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্যহি রসরসেচাব্দে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেন দেব নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি জীবিতকালে ঐ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ১১৮২ শকাব্দে (১২৬৭ খ্রীঃ অঃ) যখন মিনহাজ স্বীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখনও তিনি লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেনের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশ শাসন করিতেছেন। তৎপরে "তওয়ারিখে ফিরোজ সাহি" লেখক জইয়েবারণি লিখিয়াছেন ১২০২ শকাব্দে (১২৮০ খ্রীঃ অঃ) সুলতান বলবন যখন বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দিন তুগ্রলের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গেশ্বর দনুজ রায় সম্রাটকে যথোচিত সাহায্য করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে লক্ষ্মণসেন দেবের নদীয়া হইতে পলায়নের ৭৫ বৎসর পরে ও বঙ্গদেশ তাহার উত্তর পুরুষের হস্তে ছিল।

সামসুদ্দিন আবুল মোজফর ফিরোজ সাহের শাসনকালে ১৩২৯—১২৪৯ শকাব্দের (৭০২—৭২২ হিজরী অব্দ, ১৩০৭ হইতে ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দের) মধ্যে কোন এক সময়ে প্রকৃত বঙ্গদেশ মুসলমানদিগের হস্তে আইসে। কারণ টমাস সাহেবের প্রাচীন মুদ্রা বিষয়ক প্রস্তাবে দৃষ্ট হইতেছে যে ফিরোজ সাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা সুবর্ণগ্রামের টাকসালে মুদ্রিত হইয়াছিল। * অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রায় এক শত বৎসর কাল লক্ষ্মণসেন দেবের উত্তর পুরুষগণ প্রকৃত বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের ধারাবাহিক নাম আমরা কোন

---

* Thomas. Initial coinage of Bengal. (J. A. S. B. Vol. XXXVI. Part 1. p. 45)

গ্রন্থেই প্রাপ্ত হইতেছি না। মিত্র মহোদয় অনুমানের সাহায্যে তিন জন রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

বল্লালসেন (দ্বিতীয়)

সুষেন—সূর সেন ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে আমরা কেবল অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া আমরা সেন-রাজগণের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিলাম। সমস্ত খোদিত লিপিতে এই রাজবংশকে চন্দ্রবংশজ বলা হইয়াছে। ইহারা যে ক্ষত্রিয় ছিলেন তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ মিনহাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই রাজবংশ শ্রেষ্ঠ কুল হইতে উদ্ভূত। ভারতের রাজন্যবর্গ ইহাদিগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, সেনরাজগণ চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। কোন বর্ণসঙ্কর জাতি হইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে তাঁহারা কখনই এইরূপ সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না; এবং খোদিত লিপিতেও "চন্দ্রবংশ" "ওষধিনাথ বংশ" ও "সোমবংশ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত না। কারণ ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যের এরূপ পরিচয়ের অধিকার নাই। মিত্র মহোদয় পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার গ্রন্থ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রাজা সুষেনকে সোমবংশীয় লেখা হইয়াছে। *

* তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে পুণ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ভবেদ্রাজা সুষেনাখ্যঃ সোমবংশসমুদ্ভবঃ।
Indo-Aryans Vol. II. P. 266.

প্রাচীনকালে ভারতে অম্বষ্ঠ নামে এক দেশ ছিল। বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয়াংশের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের সংক্ষিপ্ত ভূগোল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে "অম্বষ্ঠ" শব্দ দ্বারা সেই নামখ্যাত দেশবাসীদিগকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।* মহাভারত, সভাপর্ব্বে নকুলের দিগ্বিজয় উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি "দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমক, বাটধান" কে পরাজয় করিয়াছিলেন।† বরাহমিহির "মেকলাম্বষ্ঠা" এই দুইটী দেশের একত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা, ও অন্যান্য গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বোধ হয়, বিন্ধ্য পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে, নর্ম্মদাসান্নিধ্যে অম্বষ্ঠ দেশ অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ পূর্ব্বে সেই দেশে বাস করিতেন। এ জন্যই তাঁহারা লোক সমাজে অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। পরে যখন কেবল কায়স্থ জাতিই সমস্ত ভারতে অম্বষ্ঠ আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইলেন, তখন সেনরাজগণও কায়স্থ জাতীয় বলিয়া খ্যাত হন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যজাতীয় রাজা রাজবল্লভ উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ অভিন্ন অবধারণ করিয়া আপনাকে বল্লাল বংশজ পরিচয় দিতে লাগিলেন; সেই সময় হইতে সেনরাজগণ আমাদের দেশে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মিত্র মহোদয় সর্ব্ব প্রথম খোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া সেনরাজগণকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় অবধারণ করেন। তমসাচ্ছন্ন গুহায়

* শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাক প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ ২৬ পৃষ্ঠা।

† সিংহ মহোদয়ের মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৫৫ পৃষ্ঠা।

নিপতিত সত্য উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে আমরা মিত্র মহোদয়ের ভ্রম প্রদর্শন ও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহার প্রতি কোন রূপ অসম্মান প্রদর্শন করি নাই। আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি, তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁহার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া আমরা ঐতিহাসিক জগতে বিচরণ করিতেছি, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে অনন্তকাল স্বীকার করিব।

বংশাবলী।

চন্দ্র বংশ

*

*

বীরসেন। দক্ষিণাপথ নিবাসী।

*

*

সামন্তসেন। † ঐ

|

হেমন্তসেন। ঐ

|

১। মহারাজ বিজয়সেন দেব। গৌড়ের প্রথম রাজা।

|

২। মহারাজ বল্লালসেন দেব।

|

৩। মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব।

|

৪। মহারাজ মাধবসেন দেব   ৫। মহারাজ কেশবসেন দেব।

---

† ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সামন্তসেনকে বীরসেনের পুত্র লিখিয়াছেন। (See page 241. Indo-Aryans. Vol. II.) তাম্রশাসন

*

৬। মহারাজ হরিব্রহ্মদেব।

*

৭। মহারাজ অশোকচন্দ্র দেব।

*

৮। মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেব। ১১২৭ শকাব্দে নদীয়া হইতে পলায়ন করেন।

(বঙ্গের রাজা)

সুরেনদেব।

*

দনুজ রায়।

*

বল্লালসেন দেব (দ্বিতীয়।)

কিম্বা প্রস্তর লিপির কোন স্থলে স্পষ্টাক্ষরে সামন্তসেনকে বীর সেনের পুত্র বলা হয় নাই। রাজসাহির প্রস্তর লিপির পঞ্চম শ্লোকের মর্ম্মালোচনা দ্বারা এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে, "সেই সেনবংশে (যে বংশে দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেন প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই বংশে) সামন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করেন। এস্থলে প্রস্তর লিপির পঞ্চম শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, (২ পৃষ্ঠা দেখ) সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকগণ এই দুইটী শ্লোকের মর্ম্মালোচনা করিয়া দেখিবেন যে মিত্র মহাশয়ের উক্তি সঙ্গত কি না।

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদনব্রহ্মবাদী
সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথতনয়স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥

সেই সেনবংশে বিপক্ষ পক্ষীয় শতবীর হন্তা ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের শিরোমালা স্বরূপ সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করেন। সমুদ্র লহরী বিধৌত সেতু পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক অপ্সরাগণ দশরথ তনয় (রামচন্দ্রের) প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন তাঁহার যুদ্ধগাথা গান করিত।

দ্বিতীয় বল্লালসেনের সময়ে মুসলমানগণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা অধিকার করেন; ইহা একটী প্রবাদ বাক্য। দীর্ঘকালাবধি এই প্রবাদ বিক্রমপুরে প্রচলিত রহিয়াছে। ইংরেজি, বাঙ্গালা বিবিধ পুস্তকে দেশ প্রচলিত প্রোক্ত প্রবাদ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বংশাবলীর শেষভাগে আমরা যে তিন জন রাজার নাম সংযুক্ত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে সুষেনের নাম হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে। দনুজ রায়ের নাম বারণির লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় বল্লালসেনের নাম দেশ প্রচলিত প্রবাদ হইতে সংগৃহীত। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই নামটী বিশ্বাস করিতে পারেন, না করিলেও আমাদের কিছু আসিবে যাবে না। কিন্তু আমরা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, বল্লালসেনের সময়ে "বা আদম" নামে জনৈক মুসলমান প্রকৃত বঙ্গ দেশে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান জয়পতাকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই বাঙ্গলায় সেনরাজগণের চিহ্ন মাত্র লোপ পাইয়াছে। বঙ্গীয় আর্য্য-গৌরব-ভাস্কর চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রকৃত বঙ্গদেশ মুসলমানেরা অধিকার করিলে, সেনবংশের একটী শাখা পঞ্জাবে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে পঞ্জাবনিবাসী সেনবংশ তিন শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। এক শাখা মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করেন। অপর দুই শাখা পৈতৃক ধর্ম্ম রক্ষা করতঃ শতদ্রু নদীর অপর তীরস্থিত মাণ্ডি ও সুখেত রাজ্য শাসন করিতেছেন। মাণ্ডি রাজ্যের পরিমাণ ১০৮০ বর্গ মাইল। অধিবাসী সংখ্যা এক

লক্ষ চল্লিশ হাজার। বার্ষিক রাজস্ব তিন লক্ষ। রাজধানী মাণ্ডি নগরী বিপাসা নদীর তীরে অবস্থিত। মাণ্ডির দক্ষিণপ্রান্তে সুখেত অবস্থিত। ইহা মাণ্ডি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। সুখেতের বার্ষিক রাজস্ব কিঞ্চিদূন এক লক্ষ টাকা। মাণ্ডি ও সুখেতের রাজগণ ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট হইতে ১১টী সেলামী তোপ পাইয়া থাকেন।

আহা কি সুখের সংবাদ, আমাদের জাতীয় রাজবংশের রাজপতাকা এক্ষণও পঞ্চনদ বিধৌত প্রদেশে উড্ডীন হইতেছে। জগদীশ্বর মাণ্ডি ও সুখেত রাজ্যের মঙ্গল করুন। মাণ্ডি ও সুখেত রাজবংশ বর্ত্তমান থাকিয়া বঙ্গীয় সেন রাজগণের নাম জগতে জাগ্রত রাখুন। মাণ্ডি ও সুখেতের সেন রাজগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। *

* মাণ্ডির বর্ত্তমান অধিপতি শ্রীমন্মহারাজ বিজয়সেন দেব বাহাদুর বলেন যে, "তাঁহাদের বংশ গৌড়ের সেন রাজাগণ হইতে সমুৎপন্ন। মহম্মদ বখতিয়ার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়েশ্বর গৌড় হইতে নবদ্বীপ, তৎপর নবদ্বীপ হইতে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। পুনর্ব্বার তাঁহারা মুসলমানদিগের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া বিক্রমপুর পরিত্যাগ করেন। বাঙ্গালা হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ রূপসেন প্রথমত পাঞ্জাবে আইসেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে রূপারনগর নির্ম্মাণ করেন। এস্থলে অনেক দিন তাঁহার উত্তর পুরুষগণ বাস করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বংশের তদানীন্তন নেতা বাবুসেন পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু বংশের একশাখা অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা এক্ষণ কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্টেবারের অধিপতি। বাবুসেনের স্বধর্ম্মাবলম্বী উত্তর পুরুষগণ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। এক শাখা মাণ্ডির রাজা, অন্য শাখা সুখেতের অধিপতি। মাণ্ডি প্রাচীন কালে মণিপুর নামে পরিচিত ছিল। মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম এস্থানে ছিল বলিয়াই ইহা মাণ্ডি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।'

পরিশিষ্ট।

সেনরাজগণের সমসাময়িক বাঙ্গালার পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ।

উড়িষ্যার অধিপতিগণ।

বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে উড়িষ্যার রাজাদিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার প্রান্তভাগ হইতে কৃষ্ণাতীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। উত্তর কলিঙ্গ হইতেই উড়িষ্যা "উৎকল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা মূলগ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, চোলরাজ বাঙ্গালা আক্রমণ কালে কলিঙ্গ জয় করিয়া গৌড়ে উপনীত হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার জাতীয় ইতিহাস "মাদলাপাঞ্জী" গ্রন্থে বিপ্লব সমূহের সমসাময়িক ইতিহাস বিশুদ্ধ ভাবে লিখিত হয় নাই। সুবিখ্যাত ষ্টার্লিং সাহেব লিখিয়াছেন * যে, কেশরী বংশ লোপ হইলে বাসুদেব বানপতি নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী দক্ষিণ দেশ হইতে একটী রাজবংশকে আহ্বান করিয়া উড়িষ্যায় আনয়ন করেন এবং তাঁহারাই ইতিহাসে গঙ্গাবংশ নামে পরিচিত হইয়াছেন। খোদিত লিপি সমূহ আলোচনা করিয়া এই সময়ের উড়িষ্যার ইতিহাস যাহা সংগ্রহ করা যাইতে পারে তাহা আমরা স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। † এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ এই সময়ে একটী বিপ্লব উপস্থিত হইলে

---

* Stirling's Orissa A R p. 267.

† শ্রীদারুব্রহ্ম। (জগন্নাথদেবের বিবরণ ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠা) দেখ।

পর দক্ষিণ দেশীয় একটী রাজবংশ আসিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সুতরাং চোলরাজ কুলতুঙ্গার শাসন পত্রের লিখিত বাক্য সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে। এই বংশের প্রথম রাজা ঔচগঙ্গ (বা চৌরগঙ্গ)। তাঁহার দুই পুত্র রাজরাজ দেব ও অনিয়ঙ্কভীমদেব। ঔচগঙ্গ ১০৫৩ শকাব্দে (১১৩১ খ্রীষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহন করেন। তাহার পুত্র রাজরাজ দেব ১০৭৩ শকাব্দে (১১৫১ খ্রীঃ অঃ) রাজদণ্ড ধারণ করেন। অনিয়ঙ্কভীমদেব ১০৯৬ শকাব্দে (১১৭৪ খ্রীঃ অঃ) রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর সভায় আমরা উদয়নাচার্য্যকে উপস্থিত দেখিতে পাইতেছি। অনিয়ঙ্কভীমের পুত্র রাজেশ্বর দেব ১১২৩ শকাব্দে (১২০১ খ্রীঃ অঃ) উৎকল রাজদণ্ড ধারণ করেন। ইহাঁর শাসন কালে মহম্মদ বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করেন। রাজেশ্বর দেবের পুত্র লাঙ্গুলীয়া নরসিংহ দেবের প্রহারে গৌড়ের মুসলমান শাসন কর্ত্তা তুগন খাঁ অস্থির হইয়া ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়াছিলেন।

বিহারাধিপতি।

সেনরাজদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া পাল রাজগণ বিহার প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বংশীয় মহীপাল, বসন্তপাল, স্থিরপাল, রামপাল, গোবিন্দপাল, ভূমিপাল, কুমারপাল প্রভৃতি কতকগুলি রাজার নাম খোদিত লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত ২।৩ জন রাজা ব্যতীত অন্যান্য ভূপতিগণের সময়স্থির করা যাইতে পারে না। সেনরাজাদিগের

অধিকারের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে পালনরপতিগণ রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন।

কনোজাধিপতি।

কান্যকুব্জপতি মহারাজ শ্রীচন্দ্রদেব (সাহসাঙ্ক?) ৯৯৬ শকাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মদনপাল ১০১৯ শকাব্দে ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র ১০৪০ শকাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দের পুত্র বিজয়চন্দ্র ১০৯০ শকাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র জয়চন্দ্র ২৬ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ১১১৬ শকাব্দে কুতবদ্দিন তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদন করেন। এই নরাধম রাজা স্বদেশের ও স্বজাতীর শত্রু ছিলেন, তাঁহার সাহায্যেই মুসলমানেরা ভারতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেনরাজাদিগের অধিকারের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে কান্যকুব্জ রাজাদিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। †

বাঙ্গালার উত্তর প্রান্ত।

কোঁচ, মেঁচ প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণ বন্য ভূমিতে রাজত্ব করিতেছিল। ইহাদের কোন রূপ ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু সেনরাজগণের বাঙ্গালা শাসনকালে পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে শ্যান দেশীয় একটী রাজবংশ আসিয়া আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করেন। ইহারা আসাম বা কামরূপের রাজা বলিয়া পরিচিত। আসাম বুরুঞ্জি আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তদানীন্তন আহমরাজাদিগের নাম ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সুকঠিন।

† মল্লিখিত "কনোজরাজবংশাবলী" দেখ। (বান্ধব, ষষ্ঠ খণ্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্ব প্রান্ত।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব প্রান্তে ত্রিপুরেশ্বরদিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। এই রাজবংশটী নিতান্ত প্রাচীন। আমরা রাজমালায় ত্রিপুর রাজবংশীয় ১৬৯ জন রাজার নাম ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। * কিন্তু সময় গণনা করিয়া সেন-রাজগণের সমসাময়িক ত্রিপুরেশ্বরদিগের নামোল্লেখ করা নিতান্ত দুরূহ। কারণ মঘিসুদ্দিন তুগ্রলের সমসাময়িক মহারাজ রত্ন মাণিক্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সময় নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। ত্রিপুরার উত্তরদিকে (প্রাচীন হেরম্ব বা) কাছাড়ের রাজাদিগের অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। ইহার পশ্চিমোত্তর প্রান্তে জয়ন্তিয়াপতিগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের দুই খণ্ড তাম্র শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। † ত্রিপুরার দক্ষিণ প্রান্তে রাখিয়াঙ্গের মগ রাজারা রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাস রাজোয়াং গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কর্ণেল ফেয়ার রাজ-বংশের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, সেনরাজাদিগের বাঙ্গালা শাসনকালে প্রায় ত্রিশ জন রাজা রাখিয়াঙ্গের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশেরই রাজত্ব কাল এক, দুই, তিন বৎসর মাত্র। তন্মধ্যে গৌলয় নামক রাজা ১০৫৫ শকাব্দে সিংহাসন আরো-

---

* ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত। বংশাবলী ও ১১ পৃষ্ঠা দেখ।

† মলিখিত "শ্রীহট্টের তাম্রফলক ও কাছাড়রাজবংশাবলী" দেখ।

(ভারতী, ৫ম ভাগ, ৩২৫-৩২, ষষ্ঠ ভাগ, ১-১০ পৃষ্ঠা।)

হন করিয়া ২০ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইনি গৌড়ের কেশবসেন, হরিব্রহ্ম ও অশোক চন্দ্রের সমসাময়িক হইতেছেন। বাঙ্গালার রাজা, এই রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া ফেয়ার লিখিয়াছেন।* কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় রাখিয়াং ইতিহাস অনুবাদক ফেয়ার ভ্রমক্রমে ত্রিপুরার রাজাকে বাঙ্গালার রাজা লিখিয়াছেন, কারণ ব্রহ্মার ইতিহাসে তিনি বারংবার পাটীকাড়ার (অর্থাৎ ত্রিপুরার) রাজাকে বাঙ্গালার রাজা লিখিয়াছেন। † বাঙ্গালা ও রাখিয়াং দেশের মধ্যে যে আর একটী প্রাচীন রাজ্য ছিল ও আছে, উহা তাঁহার জ্ঞানই ছিল না। ‡

---

* He is described as a prince of great power, to whom the kings of *Bengal*, *Pegu*, *Pug-gan* and *Siam* did homage. (Phayre's History of Arakan.)

† কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী একটী স্থান অদ্যাপি পাটীকাড়া নামে পরিচিত রহিয়াছে। এক সময় এস্থলে ত্রিপুরেশ্বরদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু ফেয়ার সাহেব লিখিয়াছেন, *Pateikkara*—The Burmese make sad havoc of all Indian names, except those which they have recived through the ancient *Pali*, The only name which I can discover, as likely to have been meant, is Vikrampur, which was near Dacca, and was for some time the capital of Eastern Bengal, before the Mahomedan conquest.

(Phayre's History of the Burma Race,)

‡ বাঙ্গালার পশ্চিমপ্রান্তনিবাসী রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে আমরা কিছুই লিখিলাম না। বোধ হয় বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট ও চুটিয়া-নাগপুরের রাজাদিগের অধিকার পশ্চিম প্রান্তে বিস্তৃত ছিল। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজন্যবর্গ গৌড়েশ্বর সেনরাজগণের সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত ছিল কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। চুটিয়া-নাগপুরের রাজাগণ স্বাধীন ছিলেন। যদিচ এই সকল রাজন্যবর্গের প্রাচীন ইতিহাস কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু সেন রাজগণের সমসাময়িক তদানীন্তন রাজন্যবর্গের নাম ধারাবাহিকরূপে সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।